দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 05 2006

শিক্ষক ও জনবলের অভাব এবং দুরভিসন্ধির কারণে

ডুবতে বসেছে চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ

চট্টগ্রাম অফিস ॥

প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও জনবলের অভাবে যেকোন সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে চট্টগ্রামে অবস্থিত দেশের একমাত্র সরকারি চারুকলা কলেজটি। গত ১০ বছর ধরে নানা প্রক্রিয়ায় চেষ্টা-তদবির সত্ত্বেও কলেজটি সরকারিকরণের পর থেকে নতুন কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি। ২০০৩ সাল থেকে কলেজে অনার্স কোর্স চালু করা হলেও প্রয়োজনীয় ৫৪ শিক্ষক পদের বিপরীতে শিক্ষক আছেন মাত্র ৫ জন। মূলত সরকারি কোন নিয়োগবিধির অধিভুক্ত না হওয়ায় চট্টগ্রাম সরকারি চারুকলা কলেজে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে জানা গেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা বিভাগের কতিপয় শিক্ষক ও চারুকলা সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তি বিশেষের দুরভিসন্ধির কারণে কলেজটির এই দুর্দশা আরও দীর্ঘায়িত হয়েছে। ১৯৭৩ সালে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজটি ১৯৮৪ সালে সরকারিকরণ করা হয়। ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজটিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বিএফএ অনার্স কোর্স চালু করা হয়। চার বছর মেয়াদী এই অনার্স কোর্সে পেইন্টিং, গ্রাফিক্স, অ্যাপ্লাইড আর্ট, ভাস্কর্য এই চারটি বিষয় পাঠসূচিভুক্ত করা হয়। বর্তমানে এই কলেজে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২১৪ জন। কলেজ সূত্র জানায়, নিয়ম মোতাবেক এই চারটি বিষয়ে পাঠদান করার জন্য অন্তত ৫৪ জন শিক্ষকের দরকার হলেও আছেন মাত্র ৫ জন। অনার্স কলেজের স্টাফিং প্যাটার্ন অনুযায়ী ৫৪টি শিক্ষক পদ সৃষ্টির জন্য আবেদন করা হলেও গত ১০ বছর ধরে এই আবেদন ঝুলে আছে বলে সূত্র জানায়। এই সংক্রান্ত ফাইলপত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বর্তমানে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে গেছে বলে জানা গেছে। চারুকলা কলেজের এই সংকটকে দীর্ঘায়িত করার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের এক শিক্ষক বিশেষভাবে দায়ী। জানা যায়, চট্টগ্রাম সরকারি চারুকলা কলেজকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সাথে ইনস্টিটিউট হিসেবে পরিচালনা করার আদেশ হয়েছিল। যখন এই সংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয় তখনই উক্ত শিক্ষক আদালতে মামলা ঠুকে দেন। মামলার রিট খারিজ হলে আবার তিনি লিভ টু আপিল করেন। তাতেও উক্ত শিক্ষক হেরে যান। কিন্তু ততদিনে চবি চারুকলা বিভাগের সিন্ডিকেট মেম্বার পরিবর্তন হলে নতুন সিন্ডিকেট চারুকলা কলেজকে চবি চারুকলা বিভাগের সাথে একীভূত করতে অনীহা প্রকাশ করে। এই টানাপোড়নে চারুকলা কলেজ ২/৩ বছর বন্ধ ছিল। এদিকে চারুকলা কলেজের সাধারণ বিষয়ের ৬ জন শিক্ষক অনার্স কোর্স চালু হবার পর থেকে কলেজের পাঠ্যক্রম থেকে ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রি পাস কোর্স বাদ দেয়ায় তারা সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়েন। চারুকলা কলেজ চবির চারুকলা বিভাগের সাথে একীভূত করার বিষয়টি চূড়ান্ত হলে কলেজে কর্মরত একাউন্ট্যান্ট, স্টোর কিপার, ক্যাশিয়ার, টাইপিস্ট বিশ্বদ্যিালয়ের অধীনে চাকরি করতে রাজী না হওয়ায় তারা অন্যত্র বদলি হয়। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত এসব শূন্য পদে কোন নিয়োগ দেয়া হয়নি। অন্যদিকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদে লোকবল সংকটও বিরাজ করছে দীর্ঘদিন ধরে। এ ব্যাপারে চারুকলা কলেজের অধ্যক্ষ ফিরোজ আহমদ শিক্ষক স্বল্পতাকে মুখ্য সংকট হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, অন্যান্য সংকটও কাটিয়ে উঠার চেষ্টা চলছে।

চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ ক্যাম্পাস ঃ সেই জমজমাট দিন আর নেই —*মোস্তাফিজুর রহমান*

৫৪ জন শিক্ষকের স্থলে আছেন মাত্র ৫ জন